৭০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

সন্ধ্যার পর কোন নিরক্ষর শ্রমিককে শহরে ঘুরতে দেয়া হবে না

ভোলা সদর থানায় ৯১ হাজার নিরক্ষরকে শিক্ষিত করার অভিযান শুরু

ভোলা, ৩০শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ভোলার জেলা প্রশাসক গত ২৬শে মার্চ থেকে জেলা সদর থানাকে নিরক্ষরমুক্ত করার এক অভিযান শুরু করেছেন। এ অভিযান বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর পাশাপাশি বাধ্যবাধকতার কিছু কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। আগামী ১লা মে থেকে সন্ধ্যার পর ভোলা শহরে কোন নিরক্ষর শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, জুতা–পালিশকারী, কুলিমজুরকে ঘুরতে দেয়া হবে না। তাদেরকে নিকটবর্তী কোন গণশিক্ষা কেন্দ্রে যেতে হবে।

জেলা প্রশাসক মোঃ সিকান্দার আলী মন্ডল জানান, ভোলা জেলায় মোট লোকসংখ্যা ১৪,৩৬,০০০। ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৪,১৭,০০০। এর মধ্যে কেবল ভোলা সদর থানায় নিরক্ষরের সংখ্যা ৯১,৫৮৪। স্বেচ্ছাশ্রমে এদের শিক্ষিত করে তুলবার সময় ধরা হয়েছে এপ্রিল থেকে ৬ মাস। অর্থাৎ ৩০শে সেপ্টেম্বর '৯৫–এর মধ্যে এদের শিক্ষিত করে তোলা হবে।

শিক্ষিতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জেলা প্রশাসক সিকান্দার আলী মন্ডল বলেন, বাংলায় লিখতে; পড়তে ও হিসেব কষতে পারার নাম শিক্ষিত। জেলা প্রশাসক সিকান্দার আলী মন্ডল গত ৭ই অক্টোবর '৯৪ সর্বস্তরের এক সমাবেশে তার এ কঠিন পরিকল্পনাটির কথা ঘোষণা করেন এবং সেই থেকে গত ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সদর থানার প্রতিটি ইউনিয়নে উদ্বুদ্ধকরণ সভাসহ নিরক্ষরতা দূরীকরণের সকল প্রস্তুতিপর্বের কাজ সম্পন্ন করেন। প্রস্তুতিপর্বের কাজের মধ্যে ছিল সদর থানার ১৩টি ইউনিয়নের ৩৯টি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি গঠন করা, পুরো থানাটিকে ১৬৫টি স্কুল এলাকায় ভাগ করা, ২/৩টি বাড়ি নিয়ে একটি ব্লক করে মোট ৩৯১৭টি ব্লক করা হয়। এ ছাড়া 'মাস্টার ট্রেইনার' হিসেবে উচ্চতর প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে ১০২ জনকে এবং মাস্টার ট্রেইনার দ্বারা প্রশিক্ষিত করা হয়েছে ৪ সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবীকে।

গত ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে জেলা প্রশাসকের এ নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাজাহান। জেলা প্রশাসক সিকান্দার আলী মন্ডলের এ নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ভোলা জেলা আওয়ামী লীগ, বিএনপি কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় পার্টি, জামাতে ইসলামী ন্যাপ ও গণফোরাম।

জেলা প্রশাসক জানান, ৯১ হাজার নিরক্ষরের পেছনে সরকারি খরচ হবে মাথাপিছু মাত্র ১০০ টাকা। সে হিসেবে সরকার জেলা প্রশাসকের চাহিদানুযায়ী ৯১ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। যা বই, শ্লেট, পেন্সিল ও ব্লাক বোর্ডের পেছনে ব্যয় করা হবে।

মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ৯১ হাজার নিরক্ষরকে শিক্ষিত করা কতটুকু সম্ভব এ প্রশ্নের উত্তরে জেলা প্রশাসক সিকান্দার আলী মন্ডল বলেন, প্রতিশ্রুতিমত সহযোগিতা পেলে ১০০ ভাগই সম্ভব। তিনি বলেন, এর পেছনে পুরো জেলা প্রশাসন ও সদর থানা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজ নিজ দায়িত্বের বাইরে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের পেছনে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

জেলা প্রশাসক বলেন, নিজকে নিরক্ষরমুক্ত করার সকল সুযোগ পাওয়ার পরও যদি কেউ নিরক্ষর থেকে যায় তবে ৩০শে সেপ্টেম্বর '৯৫– এর পরে তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে।

তিনি বলেন, ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরে কোন নিরক্ষর ব্যক্তির বিয়ে র‍্যাজিস্ট্রি করা হবে না, নাগরিক সার্টিফিকেট দেয়া হবে না, নিরক্ষরের কোন কাগজপত্র সত্যায়িত করা হবে না, নিরক্ষরের জমি কেনা বা বেচার রেজিস্ট্রি করা হবে না। তিনি ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরে নিরক্ষর রিকশাওয়ালার রিকশায় না চড়া, নিরক্ষর দোকান দারের দোকান থেকে কেনা–বেচা না করার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।